খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারনাপত্র

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর সর্বপ্রথম জাতির পিতাই দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ডের পর জাতির পিতা কর্তৃক গৃহীত জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। ভূমিহীন-গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ পেরিয়ে ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় চালু করেন।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২০ মে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত কক্সবাজার জেলা পরিদর্শন করেন এবং ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ঘূর্ণিঝড় ও নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কক্সবাজার জেলা হতেই শুরু হয় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক নির্মাণের কাজ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে এবং "যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ" এর কাজটি উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ১৪০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯৯৭ সাল হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের অর্জনঃ

কার্যক্রম	অর্জন
মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	২,১৭২টি
নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	২১,৯৮৩টি
ব্যারাকে পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবার সংখ্যা	১,৬৪,৭৬৩টি পরিবার
যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে নির্মিত ঘর সংখ্যা	১,৫৩,৭৭৭টি পরিবার
তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য নির্মিত বিশেষ ডিজাইনের ঘর সংখ্যা	৫৮০ টি পরিবার
নির্মিত টং ঘর সংখ্যা (বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় নির্মিত)	২০টি পরিবার
মোট পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	৩,১৯,১৪০টি পরিবার
কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রি সংখ্যা	১,৪৬,০৪৩টি পরিবার
আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান (উপকারভোগী প্রতি পরিবার হতে সর্ব্বোচ্চ ২ জন)	২,৭৭,২৬৬টি
ঋণ প্রদানকৃত পরিবার সংখ্যা (উপকারভোগী পরিবার প্রতি ত্রিশ হাজার টাকা)	১,৪২,৭১৮টি পরিবার
বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকৃত প্রকল্প সংখ্যা	১,৩১১টি প্রকল্প গ্রাম
রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা (পরিবার প্রতি ১৫টি বৃক্ষ)	১৫,৫৪,৬৭৪টি
নির্মাণকৃত কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা	২২০১টি
নির্মিত ঘাটলা সংখ্যা	৪৬৬টি

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলো বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত উদ্যোগের ফলে ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা' চূড়ান্ত করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম এই সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশের অর্থ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব অর্থায়নে এ ধরণের তহবিল গঠন বিশ্বে প্রথম, যা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য "জলবায়ু ট্রাষ্ট আইন-২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশ ও দেশের জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য মহান জাতীয় সংসদে এ ধরণের একটি আইন পাশ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী গৃহীত উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন বৈশ্বিক নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) এবং ভালনারেবল-২০ (ভি-২০) গ্রুপ অব মিনিষ্টারস অব ফাইনান্স এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল কক্সবাজারে আয়োজিত এক জনসভায় কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ৫-তলা বিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। যেখানে থাকবে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পর্যটন জোন, আয়বর্ধক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আধুনিক শুটকী মহাল এবং সুশীতল পরিবেশের বাফার জোন। কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন খুরুশকুল মৌজায় ২৫৩.৫৯ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু প্রকল্প। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ পদাতিক ডিভিশন, রামু, খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পের ২০টি ভবনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, কক্সবাজার সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্মাণ হতে শুরু করে পুনর্বাসন কার্যক্রমে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০ টি বহুতল ভবনে ৬৪০ টি পরিবার পুনর্বাসন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ১১৯ টি বহুতল ভবন পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ৬৪.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ২৬.০০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাবস্টেশন নির্মাণ, ৭৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এলজিইডি কর্তৃক ২৫৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ রাস্তাসহ বাঁকখালি নদীর উপর ৫৯৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ কাজ চলমান। ইটিপি, ডব্লিউটিপি, কোল্ডস্টোরেজ, আইস প্ল্যান্ট, ফিশ মিল ও ফিশ ওয়েল প্ল্যান্ট, ফিশ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি ও বিক্রয় কেন্দ্র সম্বলিত আধুনিক শুটকীমহাল নির্মাণ করবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। আকর্ষণীয় পর্যটন সুবিধাসম্বলিত পর্যটন জোন বাস্তবায়ন করবে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

এ প্রকল্পে ক্লাস্টারভিত্তিক ১৪টি খেলার মাঠ, গ্রীন এরিয়া, মসজিদ, মন্দির, ১টি প্রাথমিক ও ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি সাইক্লোন শেল্টার, ৩টি পুকুর, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার স্টেশন, ২টি জেটি, ২টি বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, ২টি বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায় প্রতিটি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং প্রকল্প এলাকায় ঝাউবন সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি

ভবনের নীচ তলা ফাঁকা রাখা হয়েছে যেখানে উপকারভোগীদের সমন্বয়ে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতি ফ্লোরে ৮টি করে ইউনিট থাকবে। প্রতিটি ইউনিটের নীট ব্যবহার্য আয়তন ৪০৬.০৭ বর্গফুট।

এক নজরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পের তথ্যঃ

প্রকল্পের অবস্থান ঃ খুরুশকুল, কক্সবাজার।

মোট প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৮০০.৩৯ কোটি টাকা (পর্যটন জোন ও শুটকী মহালের নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত)

অর্থের উৎস ঃ জিওবি

মোট জমি ঃ ২৫৩.৫৯ একর।

প্রকল্পের জোনসমূহ ঃ

জোন-১ ঃ আবাসিক এলাকা (১১১.৫৯ একর)

জোন-২ ঃ বাফার এলাকা (২.০০ একর)

জোন-৩ ঃ পর্যটন এলাকা (৯৫.০০ একর)

জোন-৪ ঃ শুটকী মহাল এলাকা (৪৫.০০ একর)

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ণনা	পরিমাণ
৫-তলা বহুতল ভবন	ভবনের সংখ্যা	১৩৯টি
	প্রতিটি ভবনের নির্মাণ ব্যয়	৭.১৫ কোটি টাকা
	প্রতি ফ্লোরে ইউনিটের সংখ্যা	৮টি
	প্রতি ভবনে পরিবার সংখ্যা	৩২টি (নিচতলা ফাঁকা যেখানে উপকারভোগীদের সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে)
	প্রতি ইউনিটের আয়তন	নীট ব্যবহারযোগ্য : ৪০৬.০৭ বর্গফুট কমন ব্যবহারযোগ্য : ১৫০.০০বর্গফুট মোট আয়তন : ৪৫৬.০৭ বর্গফুট
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত	ভবনের সংখ্যা ও নির্মাণ ব্যয়	সংখ্যা : ২০টি ব্যয় : ১১০ কোটি টাকা
	(১৯টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও ১টি ভবনের নির্মাণ কাজ ৪৫% সমাপ্ত)	
আর ই বি কর্তৃক বাস্তবায়িত	বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাবস্টেশন নির্মাণ	সাবস্টেশনের সংখ্যা : ১টি ব্যয় : ১৪.৪৭৯ কোটি টাকা
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য	ভবনের সংখ্যা ও নির্মাণ ব্যয় (মসজিদসহ)	সংখ্যা : ১১৯টি ব্যয় : ৮৩৬.৫৯ কোটি টাকা
	(ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য ০৩/০৬/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে)	
পানি সরবরাহ ব্যবস্থা (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	৬৪.০৮ কোটি টাকা

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ণনা	পরিমাণ
৪টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, প্রতিটি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন, রেইনওয়াটার হার্ভেষ্টিং, ৩টি পুকুর ও ঝাউবনসহ বনায়ন । (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	৫৭.৬৮ কোটি টাকা
বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সাবস্টেশন নির্মাণ (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	১১.৫৩ কোটি টাকা
বর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	৭৩.১৬ কোটি টাকা
অভ্যন্তরীণ রাস্তা (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)	নির্মাণ ব্যয়	৯৩.৮৭ কোটি টাকা
তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ছোট সেতু, ঘাটলা ও খাল খনন (পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো)	নির্মাণ ব্যয়	২৮০.০০ কোটি টাকা
সংযোগ রাস্তাসহ সেতু নির্মাণ (এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো)	নির্মাণ ব্যয়	২৫৯.০০ কোটি টাকা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো	১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ও ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ।	
আধুনিক শুটকীমহাল নির্মাণ (ইটিপি, ডব্লিউটিপি, কোল্ডস্টোরেজ, আইসপ্ল্যান্ট, ফিশমিল ও ফিশওয়েলপ্ল্যান্ট, ফিশ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ ও বিক্রয় কেন্দ্র) (মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো)	মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক পৃথক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।	
পর্যটন জোন (পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো)	আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি আর্ন্তজাতিক মানের পর্যটন জোন পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিত হবে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।	
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন নির্মাণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
২টি জেটি নির্মাণ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
হ্যালিপ্যাড নির্মাণ	সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২টি হ্যালিপ্যাডের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	

মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ৪০৬.০৭ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি বিশ্বের বৃহৎ জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাসস্থান নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন । দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ ধরণের ঘোষণা ও কর্মসূচি বিশ্বের আর কোন রাষ্ট্রপ্রধান এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি। “মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ টি ভবনে ৬৪০ টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।